মেহেরপুরে যুব দক্ষতা উন্নয়নে ভিবিডির প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

যুবসমাজের নেতৃত্ব বিকাশ, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে ভলেন্টিয়ার ফর বাংলাদেশ মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার অনুষ্ঠিত “Strengthening Volunteer for Bangladesh: Training of Local Youths” শীর্ষক এ প্রশিক্ষণে মেহেরপুর সদর, গাংনী ও মুজিবনগর উপজেলার সভাপতি, কমিটির সদস্য এবং স্বেচ্ছাসেবীরা অংশ নেন।

প্রশিক্ষণে নেতৃত্ব বিকাশ, প্রজেক্ট পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা, কার্যকর উপস্থাপনা কৌশল, দলগত কাজ এবং সামাজিক উন্নয়নে যুবদের সক্রিয় ভূমিকা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ভিবিডির মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি সৈয়দ মাহফুজুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প কর্মকর্তা মোছা. টুম্পা খাতুন এবং কোষাধ্যক্ষ মোছা. রুবাইয়া খাতুন।

প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে তিন উপজেলার অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রেজেন্টেশন ও প্রজেক্ট পরিকল্পনা বিষয়ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিচারকদের মূল্যায়নে গাংনী উপজেলা শ্রেষ্ঠ উপজেলা হিসেবে নির্বাচিত হয়।

এছাড়া বেস্ট পারফরমার হিসেবে মো. মুনতাসির মাহমুদ, বেস্ট ভলেন্টিয়ার হিসেবে আলফিও বালা এবং বেস্ট উপজেলা হিসেবে গাংনী উপজেলা সম্মাননা অর্জন করে।

আয়োজকরা জানান, দেশের তরুণদের দক্ষ, দায়িত্বশীল ও মানবিক নেতৃত্বে গড়ে তুলতে এবং স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রমে আরও সম্পৃক্ত করতে ভবিষ্যতেও এ ধরনের প্রশিক্ষণ ও নেতৃত্ব বিকাশমূলক কর্মসূচি ধারাবাহিকভাবে আয়োজন করা হবে।

মেহেরপুরে শাশুড়ি হত্যা মামলায় জামাইয়ের আমৃত্যু কারাদণ্ড

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় প্রাক্তন শাশুড়ির গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুনে পুড়িয়ে হত্যার ঘটনায় হাউস আলী নামে এক ব্যক্তিকে আমৃত্যু পর্যন্ত যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

একই সঙ্গে তাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৯ জুলাই) দুপুরে মেহেরপুর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক আলি মাসুদ শেখ এ রায় ঘোষণা করেন। দণ্ডপ্রাপ্ত হাউস আলী মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ষোলটাকা গ্রামের আহমদ আলীর ছেলে।

আদালত সূত্রে জানা যায়, পারিবারিকভাবে আম্বিয়া খাতুনের সঙ্গে হাউস আলীর বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই স্ত্রীর ওপর নির্যাতন এবং ভরণপোষণ না দেওয়ার অভিযোগ ওঠে তার বিরুদ্ধে। একপর্যায়ে এসব কারণে আম্বিয়া খাতুন স্বামীকে তালাক দেন।

স্ত্রীর দেওয়া ওই তালাকে ক্ষুব্ধ হয়ে ২০১৬ সালের ৭ মে রাতে হাউস আলী গাংনী উপজেলার শহড়াবাড়িয়া গ্রামে সাবেক শ্বশুরবাড়িতে যান। সেখানে স্ত্রীকে খুঁজে না পেয়ে তার মা ফুলসুরাতনের (৬৬) গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেন। ওই সময় আম্বিয়া খাতুন নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করতে গাংনীতে অবস্থান করছিলেন।

ফুলসুরাতনের চিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। পরে তাকে প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং পরে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

এ ঘটনায় নিহতের মেয়ে আম্বিয়া খাতুন বাদী হয়ে নারী ও শিশু

নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (সংশোধিত ২০০৩) এর ৪(১) ধারায় মামলা করেন। তদন্ত শেষে পুলিশ আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করে।

মামলায় ১৮ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য ও উপস্থাপিত প্রমাণ পর্যালোচনা শেষে আদালত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় হাউস আলীকে আমৃত্যু পর্যন্ত যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড, ৫০ হাজার টাকা জরিমানা এবং জরিমানার অর্থ অনাদায়ে আরও ৬ মাসের কারাদণ্ড প্রদান করেন।

গাংনীতে এইচএসসি পরিক্ষার হলে মোবাইল ব্যাবহার পরীক্ষার্থী বহিষ্কার, দুই শিক্ষককে অব্যাহতি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দী-নিশিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজে এইচএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে নকল করার অভিযোগে এক পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

একই সঙ্গে পরীক্ষার দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে দুই শিক্ষককে দায়িত্ব থেকে দেেওয়া হয়েছে অব্যাহতি।

আজ বুধবার (৮ জুলাই) দুপুরে অনুষ্ঠিত ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষার সময় জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সিরাজুল ইসলাম কেন্দ্র পরিদর্শনে গিয়ে এ ব্যবস্থা নেন।

জানা যায়, পরীক্ষা চলাকালে মোবাইল ফোন ব্যবহার করে নকলের অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার পার গোয়াল গ্রাম কলেজের এক পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়।

এ সময় কেন্দ্রে দায়িত্বে থাকা বামন্দী-নিশিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের রসায়ন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আসাদুজ্জামান এবং ইংরেজি বিভাগের সিনিয়র শিক্ষক জেমিন আহমেদকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি

দেওয়া হয়।

কেন্দ্র সচিব ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাজ্জাদুল আলম স্বপন বলেন,পরিক্ষার হলে মোবাইল ফোন ব্যাবহারের অভিযোগ প্রমানিত হওয়াই এক শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার ও দুই শিক্ষককে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন বলেন, এইচএসসি পরীক্ষা সুষ্ঠু ও নকলমুক্ত পরিবেশে সম্পন্ন করতে প্রশাসন কঠোর অবস্থানে রয়েছে। কোনো ধরনের অনিয়মের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুরে সামাজিক সচেতনতায় যুবদের ভূমিকা শীর্ষক জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান

‘এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই’ স্লোগানকে সামনে রেখে মেহেরপুরে “শান্তি-শৃঙ্খলা উন্নয়নে এবং সামাজিক সচেতনতায় যুবদের ভূমিকা” শীর্ষক জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার (৮ জুলাই) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মেহেরপুরের উদ্যোগে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলার পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায় যুবসমাজকে মাদক, সন্ত্রাস ও সাইবার অপরাধ থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, একটি সুন্দর, নিরাপদ ও মানবিক সমাজ গঠনে তরুণদের ইতিবাচক মানসিকতা, সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং আইন মেনে চলার মানসিকতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি আরও বলেন, শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, সামাজিক অবক্ষয় রোধ এবং দেশ গঠনে যুবসমাজকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সচেতনতা, নৈতিকতা ও দায়িত্বশীল আচরণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন

তিনি।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মেহেরপুরের উপপরিচালক এস. এম. ওবায়দুল বাসার।

এ সময় মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার তরুণ-তরুণীসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

দাতা সংস্থা কার্যক্রম গুটিয়ে নেওয়ায় মেহেরপুরে সেবা থেকে বঞ্চিত কুষ্ঠ রোগীরা

দাতা সংস্থা দি লেপ্রোসি মিশন ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিএলএমআইবি) কার্যক্রম গুটিয়ে নেওয়ায় বিপাকে পড়েছেন মেহেরপুরের কুষ্ঠ রোগীরা। তাদের সহযোগী সংস্থা সলোম, চার্চ অফ বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে আদালতে মামলা চলমান থাকায় দাতা সংস্থাটি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।

এর ফলে মেহেরপুরের সনাক্ত হওয়া ৮২৯ রোগী সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। রোগীদের দাবি অন্য কোন সংস্থার মাধ্যমে হলেও প্রকল্পটি যেন চালু থাকে।

জানা গেছে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সীমান্তবর্তী মেহেরপুরকে কুষ্ঠ রোগের রেড জোন হিসেবে ঘোষণা করে। মেহেরপুর সহ সারাদেশকে ২০৩০ সালের মধ্যে কুষ্ঠরোগ মুক্ত করার লক্ষে টিএলএমআইবি ২০১৫ সালে অংশিদারিত্বেও ভিত্তিতে কাজ শুরু করে।

সরকারের ঘোষণা বাস্তবায়নের লক্ষে মেহেরপুেও সালোম এনজিও সাথে তাদেও কুষ্ঠ রোগ নিমূল প্রকল্প কাজ শুরু করা হয়।

টিএলএমআইবি ‘সালোম’-এর সাথে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে মেহেরপুেও ৮২৯ জন রোগীর কুষ্ঠ সনাক্ত করে এবং ৭৮৬ জন রোগীকে সেবা দেয় এবং

তারা সুস্থ জীবনযাপন করছেন।

প্রকল্প চলাকালীন সময়ে সালোম ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিতে চরম দুর্নীতি এবং মামলায় জড়িয়ে পড়ার কারণে টিএলএমআইবি সালোমের সাথে তাদের কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছে। ফলস্বরূপ, দক্ষিণ-পশ্চিমের দশটি জেলার মধ্যে জেলাটিকে রেড জোন হিসেবে ঘোষণা করা সত্বেও জেলাবাসী টিএলএমআইবির মানবিক সেবা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

সালোম ব্যতিত মেহেরপুর জেলায় পরিচালিত অন্য কোনো বিশ্বস্ত এনজিওর মাধ্যমে কুষ্ঠরোগ কার্যক্রম পুনরায় চালু করার দাবি জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। সাধারণ মানুষের দাবি টিএলএমআইবির কুষ্ঠরোগ কার্যক্রম থেকে জেলার তিনটি উপজেলার মানুষ ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়েছেন।

সদর উপজেলার িপোজপুর গ্রামের রোগী হাদেছা খাতুন দাবী করেন, টিএলএমআইবি মেহেরপুর জেলায় কাজ করুক আমরা উপকৃত হচ্ছি।

মুজিবনগর উপজেলার বিশ^নাথপুর গ্রামের শিশু রোগীর মা রিজিয়া খাতুন বলেন, আমার ছেলে জাহিদ কুষ্ঠ মিশনের সেবায় মৃত্যুর দরজা থেকে ফিরে এসেছে তাই আমরা চাই সংস্থাটি অন্য কোনো ঝামেলা মুক্ত সংস্থা বা নিজেরা আমাদেও এখানে কাজ করুক।

মেহেরপুর পশুহাসপাতাল পাড়ার বিশিষ্ট সমাজ সেবক মশিয়র রহমান খান বলেন, জেলায় কুষ্ঠ মিশনের কাজ টিএলএমআইবি চলমান রাখুক। কারণ তাদের মাধ্যমে মেহেরপুরের কুষ্ঠরোগীরা উপকৃত হয়েছে।

জানা গেছে, টিএলএমআইবি তাদের অর্থায়নে মেহেরপুর জেলায় কুষ্ঠ রোগ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মোট ৩৭টি স্কিন ক্যাম্প, ৪৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কুষ্ঠ রোগ বিষয়ক পরিচিতিমূলক কার্যক্রম এবং ১২টি বিলবোর্ড স্থাপন করেছে।

জেলায় তাদের কার্যকালে নতুন কুষ্ঠ রোগী শনাক্তকরণ ও তার প্রতিকার বিষয়ে মেহেরপুরের ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় সংবাদ প্রকাশ করেছে। উপজেলা পর্যায়ে তাদের কার্যকালে কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার (সিএইচসিপি), স্বাস্থ্য সহকারী এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের পরিচিতিমূলক কার্যক্রম প্রদান করেছে।

এছাড়াও লিফলেট বিতরণ, ভিডিও প্রদর্শন এবং জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে কুষ্ঠ দিবস উদযাপন করেছে। পাশাপাশি, কুষ্ঠ রোগীদের জন্য

আয়বর্ধক কাজের ব্যবস্থা করা এবং তাদের বিভিন্ন সরকারি অধিকার প্রদানের জন্য তিনটি উপজেলায় কুষ্ঠ রোগী, কুষ্ঠ-আক্রান্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং সাধারণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে মোট ২২টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং তিনটি ফেডারেশন গঠন করা করেছে, যেগুলো কুষ্ঠ-আক্রান্ত ব্যক্তিদের নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে।

উল্লেখ্য, ৫-১২ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে রোগটি দেখা যাচ্ছে যদিও ৫ বছরের কম বয়সী শিশুরা কুষ্ঠে আক্রান্ত হয় না। মোট ৮২৯ জন কুষ্ঠ রোগী শনাক্ত করা হয়েছে এবং সকলেই সুস্থ জীবনযাপন করছেন।

জেলায় কুষ্ঠের সার্বিক অবস্থা জানতে এই প্রতিবেদক মেহেরপুরের ‘সালোম চার্চ অফ বাংলাদেশের সভাপতি হেমেন হালদারকে কয়েকবার ফোন করা হলেও কিন্তু তিনি ফোন না ধরায় তাঁর সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

মেহেরপুরে ব্যতিক্রমী আর্জেন্টিনা সাইকেল, মেসিপ্রেমে আলোচনায় সোহাগ

হাড়ভাঙা পরিশ্রমের জীবন। পেশায় টাইলস মিস্ত্রি। কিন্তু ফুটবলের প্রতি অগাধ ভালোবাসাই তাকে এনে দিয়েছে ভিন্ন পরিচিতি। নিজের বাইসাইকেলকে আর্জেন্টিনা ও বাংলাদেশের পতাকার রঙে সাজিয়ে নাম দিয়েছেন ‘আর্জেন্টিনা সাইকেল’।

মেহেরপুর সদর উপজেলার যাদবপুর গ্রামের বাসিন্দা লিও সোহাগ প্রতিদিন কাজে যাতায়াত করেন এই সাইকেলেই। তবে এটি সাধারণ কোনো সাইকেল নয়। পুরো সাইকেলজুড়ে রয়েছে আর্জেন্টিনার আকাশী-সাদা রং, বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা এবং ফুটবল তারকা লিওনেল মেসির ছবি। দূর থেকেই সাইকেলটি পথচারীদের দৃষ্টি কাড়ে।

সোহাগ আলী জানান, গত দুই বিশ্বকাপ ধরে তিনি নিজের সাইকেলটি এভাবেই সাজিয়ে আসছেন। ছোটবেলা থেকেই তিনি আর্জেন্টিনা দলের

সমর্থক এবং লিওনেল মেসির একজন বড় ভক্ত। প্রিয় দল ও প্রিয় খেলোয়াড়ের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করতেই ব্যক্তিগত খরচে সাইকেলটি সাজিয়েছেন।

তিনি বলেন, “যেখানেই যাই, মানুষ আমার ‘আর্জেন্টিনা সাইকেল’ দেখে থেমে যায়। অনেকে ছবি তোলে, আবার অনেকে প্রশংসা করেন। এতে আমার খুব ভালো লাগে।”

সোহাগের এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগ স্থানীয়দের মাঝেও ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। প্রতিদিনই বিভিন্ন বয়সের মানুষ তার সাইকেল দেখতে ভিড় করেন এবং ছবি তোলেন।

সোহাগের বন্ধু মাহফুজ রহমান বলেন, “তিনি একজন শ্রমজীবী মানুষ হলেও অত্যন্ত সৌখিন। ফুটবলের প্রতি তার ভালোবাসা সত্যিই অনন্য। আমরা চাই, তিনি প্রতি বিশ্বকাপেই এভাবে সাইকেল সাজিয়ে ফুটবলপ্রেম ছড়িয়ে দিন।”

স্থানীয় বাসিন্দা সুজন আলী বলেন, “গত দুই বিশ্বকাপ ধরেই সোহাগ তার সাইকেলটি এভাবে সাজিয়ে আসছে। বিষয়টি আমার খুব ভালো লাগে। আশপাশের মানুষও তাকে নিয়ে আলোচনা করেন। তার এই উদ্যোগ আমাদের এলাকাকে আলাদাভাবে পরিচিত করেছে।”

ফুটবলপ্রেম আর সৃজনশীলতার অনন্য মেলবন্ধনে সোহাগ আলীর ‘আর্জেন্টিনা সাইকেল’ এখন মেহেরপুরের মানুষের কাছে এক ব্যতিক্রমী আকর্ষণে পরিণত হয়েছে।

মেহেরপুর হাসপাতালে মেলে সাধারণ কিছু ওষুধ !

মেহেরপুর সরকারি ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে জ্বর, গ্যাস্ট্রিক, সাধারণ ব্যথা, ডিএনএস স্যালাইন জাতীয় সাধারণ কিছু ওষুধ ছাড়া অন্যান্য অধিকাংশ ওষুধ বাইরে থেকে কিনতে হচ্ছে। হাসপাতালের বহির্বিভাগ ও ভর্তি থেকে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীরা

এমন অভিযোগ করেন।

গতকাল মঙ্গলবার সরেজমিনে হাসপাতাল পরিদর্শন করে দেখা যায়, জেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে রোগীরা এসেছেন চিকিৎসা নিতে। কেউ জ্বরে কেউ গ্যাস্ট্রিক বা ব্যাথায় কেউ বা হৃদরোগসহ বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত। প্রয়োজনমত কিছু সাধারণ ওষুধ হাসপাতাল থেকে পাচ্ছেন, বাকিগুলো বাইরে থেকে কিনে নিতে হয়। দরিদ্র রোগীদের জন্য বাইরে থেকে ওষুধ কেনা কঠিন হয়ে পড়ে।

সদর উপজেলার মদনা গ্রামের মোছা: খাদিজা খাতুন কয়েকদিন ধরে জ্বরে ভুগছেন। তিনি এসেছেন হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে। তিনি বলেন, আমার জ্বর হয়েছে। এই জন্য হাসপাতালে ওষুধ নিতে এসেছি। ডাক্তার আমাকে কিছু ওষুধ লিখে দিয়েছেন। তার মধ্যে শুধু প্যারাসিটামল পেয়েছি, আর বাকিগুলো বাইরে থেকে কিনতে বলা হচ্ছে।

শহরের হোটেল বাজারের হাফিজুর বলেন, আমি মাজার ব্যথায় ভুগছি। ডাক্তার আমাকে কিছু ওষুধ দিয়েছেন। কিন্তু হাসপাতাল থেকে ওই ওষুধ দেয়নি। বাইরে থেকে কিনতে হবে। দিয়েছে শুধু ভিটামিন আর প্যারাসিটামল।

একই উপজেলার আশরাপুরের মো. আজিব উদ্দিন বলেন, হাসপাতালে কোনো না কোনো ওষুধের ঘাটতি থাকে। ডাক্তার কিছু ওষুধ দেন, যা পাই; আর বাকিগুলো বেশি টাকা দিয়ে বাইরে থেকে নিতে হয়।

শহরের মালোপাড়ার মোছা. হোসনে আরা বলেন, ডাক্তার আমাকে ছয়টা ওষুধ লিখে দিয়েছেন।বেশিরভাগ ওষুধ বাইরে থেকে কিনতে হচ্ছে।

রামদাশপুরের মো. তাহাসিন বলেন, সাধারণ সমস্যার যে ওষুধগুলো আছে, সেগুলো হাসপাতালে পাচ্ছি। যেমন জ্বর, কাশি ও ঠান্ডার ওষুধ। কিন্তু এর থেকে একটু কঠিন রোগের ওষুধ এই হাসপাতালে নেই।

গাংনী উপজেলার কাথুলী গ্রামের মো. আলমগীর হোসেন বলেন, ডাক্তার পরীক্ষা দিয়েছেন আর ওষুধ লিখে দিয়েছেন। কিন্তু হাসপাতাল থেকে আমি ওই ওষুধ পাইনি। আমাকে বাইরে থেকে কিনতে হবে।

গোভীপুরের নজরুল বলেন, ডাক্তার চারটা ওষুধ লিখেছেন। কিন্তু একটা পাইনি। ওটা দোকান থেকে নিতে হবে। আমার সমস্যা হার্টের। আমি গরিব মানুষ। সরকার যদি সব ওষুধ দিতে পারে, তাহলে আমাদের অনেক উপকার হবে। এটাই তো আমাদের প্রাপ্য।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে হাসপাতালে প্যারাসিটামল, মেট্রোনিডাজল ওলমিসারটান ২০ মি.গ্রা.,অ্যামলোডিপিন ৫ মি.গ্রা., ,সালবিউটামল, বি-কমপ্লেক্স, অ্যান্টাসিড, ক্লোপিডোগ্রেল ৭৫ মি.গ্রা., অ্যাসপিরিন ৭৫ মি.গ্রা., ক্লোনাজেপাম ০.৫ মি.গ্রা., মেটফরমিন ৫০০ মি.গ্রা., সেটিরিজিন,. জিটিএন ২.৬ মি.গ্রাম, রোসুভাস্টাটিন ১০ মি.গ্রা., অ্যামোক্সিসিলিন ৫০০ মি.গ্রা, এফ/এস, ট্যাব. ভিসেট ইনজেকশন, ক্যাপসুলের মধ্যে সেফিক্সিম ২০০ মি.গ্রা., প্রেগাবালিন ৫০ মি.গ্রা., সিরাপের মধ্যে প্যারাসিটামল, সালবিউটামল, অ্যাজিথ্রোমাইসিন ও জিংক সরবরাহ রয়েছে। সরবরাহ অনুযায়ী চিকিৎসকের জানিয়ে দেওয়া হয়। চিকিৎসকরা সরবরাহ অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা লিখে দেন। প্রতিদিন গড়ে ৫০০ থেকে ৬০০ রোগী বহির্বিভাগে এবং চার শতাধিক রোগী ভর্তি থেকে চিকিৎসা নিচ্ছেন।

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের ফার্মাসিস্ট সেলিম রেজা বলেন, সরবরাহ অনুযায়ী চিকিৎসকরা যা লিখেন তাই রোগীদের দেওয়া হয়। যেগুলো সরবরাহে নেই সেগুলো বাইরে থেকে রোগীদের কিনতে হয়। তবে চিকিৎসক বেশি লিখে দিলে অনেক সময় বেশি ওষুধ দেওয়া হয়।

গাংনীতে ২৯ লাখ টাকার স্বর্ণালংকার চুরি, গ্রেফতার ১

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মুন্দা মাঝের গ্রামে প্রায় ২৯ লাখ টাকার স্বর্ণালংকার চুরির ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ সময় চুরি হওয়া অধিকাংশ স্বর্ণালংকারও উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গাংনী থানার মামলা নং-১১, তারিখ ৬ জুলাই ২০২৬, পেনাল কোডের ৩৭৯ ধারায় মামলাটি রুজু করা হয়। মামলার বাদী মুন্দা মাঝের গ্রামের বাসিন্দা মোছা. নার্গিস বানু (৪৬)।

এজাহার সূত্রে জানা যায়, প্রবাসী ছেলে মো. শাহীনের নির্মাণাধীন বাড়িতে টাইলসের কাজ চলছিল। বাড়িতে বাইরের শ্রমিক থাকায় নিজের ও দুই মেয়ের ব্যবহৃত প্রায় ১১ ভরি ১৪ আনা ওজনের স্বর্ণালংকার, যার

আনুমানিক মূল্য ২৯ লাখ ৬ হাজার ২৫০ টাকা, একটি প্লাস্টিকের পাত্রে রেখে পলিথিনে মোড়ানো অবস্থায় বাড়ির উঠানে দরজার সিঁড়ির পাশে মাটির নিচে লুকিয়ে রাখেন তিনি।

গত ৫ জুলাই বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে টাইলস মিস্ত্রিরা চলে যাওয়ার পর মাটি খোঁড়া দেখতে পেয়ে সেখানে রাখা স্বর্ণালংকার আর খুঁজে পাননি। পরে বিষয়টি কুয়েতপ্রবাসী ছেলে শাহীনকে জানালে তিনি বাড়ির সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা করে দেখেন, টাইলসের কাজ করা দুই মিস্ত্রি মাটি খুঁড়ে স্বর্ণালংকার উদ্ধার করে নিজেদের মধ্যে কথা বলে সেগুলো নিয়ে বাড়ির পেছনের দিকে চলে যায়।

সিসিটিভি ফুটেজ দেখে স্থানীয়রা অভিযুক্ত দুই মিস্ত্রি মোমিন খান (৩৬), কুমারখালী উপজেলার বানিয়াপাড়া বারাদি গ্রামের বাসিন্দা এবং মো. আলাল (২২), একই এলাকার বাসিন্দাকে শনাক্ত করেন।

পরে গাংনী থানা ও বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের যৌথ অভিযানে মো. আলালকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে কুষ্টিয়ার কুমারখালী ও ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ থানার কলেজপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে পলাতক আসামি মোমিন খানের শ্বশুরবাড়ি থেকে চুরি যাওয়া ২টি নেকলেস, ৩ জোড়া কানের দুল, ১টি বেসলেট, ৩টি চেইন, ১টি লকেট, ৭টি বালা ও ১টি বেঙ্গল বালা উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, পলাতক অপর আসামিকে গ্রেপ্তার এবং অবশিষ্ট স্বর্ণালংকার উদ্ধারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

মেহেরপুরে জাতীয় পল্লী উন্নয়ন দিবসে র্যালি ও আলোচনা সভা

‘উন্নত পল্লী, সমৃদ্ধ দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ’ প্রতিপাদ্যে মেহেরপুরে জাতীয় পল্লী উন্নয়ন দিবস উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার সকালে জেলা প্রশাসন ও বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড

(বিআরডিবি), মেহেরপুরের আয়োজনে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

এ উপলক্ষে জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়ের নেতৃত্বে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বর থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়। র্যালিটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে এসে শেষ হয়। এতে সরকারি কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, শিক্ষার্থী ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন।

পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায় বলেন, “প্রশিক্ষণের পর নিয়মিত ফলোআপ নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। কৃষকদের প্রযুক্তিনির্ভর চাষাবাদে উদ্বুদ্ধ করে সারের ব্যবহার কমিয়ে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়ে বাস্তবভিত্তিক ধারণা দিতে হবে।”

সদর উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা রাকিবুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আতিকুল হক ও সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বাবলু সূত্রধর। স্বাগত বক্তব্য দেন জেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা আব্দুল আলিম।

এ সময় জেলা বিএনপির নেতৃবৃন্দ, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ৩ শতাধিক শিক্ষার্থীর মাঝে বসুন্ধরা শুভসংঘের গাছের চারা বিতরণ

মেহেরপুরে বসুন্ধরা শুভসংঘের উদ্যোগে ডেঙ্গুর বিস্তার রোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে লিফলেট বিতরণ এবং তিন শতাধিক শিক্ষার্থীর মাঝে ফলদ ও বনজ গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে।

সোমবার বেলা ১টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার গোপালপুর মাধ্যমিক

বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে উৎসবমুখর পরিবেশে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

বসুন্ধরা শুভসংঘ, মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি রফিকুল আলম বকুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন গোপালপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আবুল কাশেম, মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, বসুন্ধরা শুভসংঘের উপদেষ্টা ও কালের কণ্ঠের জেলা প্রতিনিধি মো. ইয়াদুল মোমিন প্রমুখ।

বসুন্ধরা শুভসংঘ, মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি রফিকুল আলম বকুল বলেন, একটি গাছ শুধু পরিবেশ রক্ষা করে না, এটি মানুষের জীবন ও ভবিষ্যতের নিরাপত্তাও নিশ্চিত করে। বসুন্ধরা শুভসংঘ সবসময় পরিবেশ সংরক্ষণ ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করে যাচ্ছে। শিক্ষার্থীদের হাতে একটি করে গাছ তুলে দিয়ে আমরা সবুজ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়কে আরও শক্তিশালী করতে চাই।

জেলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু বলেন, ডেঙ্গু প্রতিরোধে যেমন জনসচেতনতা জরুরি, তেমনি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষরোপণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থীদের ছোটবেলা থেকেই পরিবেশ রক্ষায় উদ্বুদ্ধ করতে এ ধরনের উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়।

বসুন্ধরা শুভসংঘের উপদেষ্টা মো. ইয়াদুল মোমিন বলেন, বসুন্ধরা শুভসংঘ শুধু গাছের চারা বিতরণই করছে না, বরং নতুন প্রজন্মের মধ্যে পরিবেশ, মানবিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার বীজও বপন করছে। প্রত্যেকে যদি একটি করে গাছ রোপণ ও পরিচর্যার দায়িত্ব নেয়, তাহলে আগামী দিনের বাংলাদেশ আরও সবুজ ও বাসযোগ্য হবে। বসুন্ধরা শুভসংঘের কার্যক্রম শুধু গাছের চারা বিতরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সংগঠনটি নিয়মিত দুস্থদের মাঝে সেলাই মেশিন, কম্বল ও আর্থিক সহায়তা প্রদানসহ বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক এম. এ বাশার, কামরুল ইসলাম, বসুন্ধরা শুভসংঘ, মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ মাহফুজুর রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. সাজিদ ইসলাম ও মো. আসাদুজ্জামান রাজু, সাংগঠনিক সম্পাদক মুনতাসির মাহামুদ, দপ্তর সম্পাদক রাফি হাসান, নারী বিষয়ক সম্পাদক মোছা. মৌসুমী খাতুন, কার্যনির্বাহী সদস্য অনিক ইসলাম, মোস্তফা জাবাল, উম্মে

মুবাশ্বারা ইসলাম মুনিয়া, মো. সাকিব শেখসহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যরা।

বক্তারা বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহ প্রভাব থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করতে বৃক্ষরোপণের কোনো বিকল্প নেই। আজকের শিশুরাই আগামী দিনের পৃথিবীর অভিভাবক। তাদের হাতে একটি গাছ তুলে দেওয়ার অর্থ একটি সবুজ ভবিষ্যতের বীজ বপন করা।

অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।